(০৫ নং মতবিরোধের কারণঃ)

(০৫)"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্পর্কে অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি আইনগত নাম অজ্ঞ থাকা

সূচনাঃ কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জনের জন্য ইসলামি শরীয়তে (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষা আছে, তা হয়ত "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের অনেকেই জানেন না বা এই বিষয়ে তাদের " عِلْمِ " (ইলম) বা জ্ঞানই নাই । ইসলামি শরীয়তের এই চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষা সম্পর্কে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের অজ্ঞতার কারনেই বর্তমান মুসলিম সমাজে এত মতানৈক্য ও মতবিরোধ বন্যার ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে । ইসলামি শরীয়তের ( )أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة" তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) হচ্ছে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা । ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটি সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য ইসলামি শরীয়ত (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইন হিসেবে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত বর্তমান মুসলিম সমাজ থেকে এই মতানৈক্য ও বিরোধ দূরীভূত হবেনা । "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর পরিচিত নাম হচ্ছে "জায়িয ও মুবাহ" । তাই, সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর পরিচিত বা বিকল্প নাম "জায়িয ও মুবাহ" পরিভাষাটি ব্যবহার করলে ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির বাস্তব প্রয়োগ হবে । ফলে, এতে করে মুসলিম সমাজ থেকে ধর্মসম্পর্কীয় সব মতানৈক্য ও মতবিরোধ দূরীভূত হয়ে যাবে ।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেরই ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বা " عِلْمِ "(ইলম) এর সাথে আমল থাকায় তাদের মাঝে তেমন কোন মতানৈক্য ও মতবিরোধ ছিল না । কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের মধ্যে যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির প্রকাশ্যে অনুসারী হবেন তাঁরা অবশ্যই ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ"

الإسْلاَمِيَّة) তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির উপর স্বতস্ফূর্তভাবে আমল করবেন । সেই জন্যেই ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإسْلاَمِيَّة" তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) নামে চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়টিই" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) হচ্ছে যে মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহণ করার জন্য ইসলামি শরীয়তের একটি আইনগত নাম বা পরিভাষা তা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ০৫টি পবিত্র হাদিস শরীফের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ

"عن الضحاك بن مزاحم أَنَّهُ اِجْتَمَعَ هُوَوَ وَالْحسنُ بْنُ أَبِي الحسَنِ وَ مكحول الشامي و عمر و بن دينار المكي و طاوس اليماني فَاجْتَمَعُوا في مسجد الخيف، فارتفعت أَصْوَاتهُمْ و كثر لغطُهُمْ فِيْ الْقَدْرِ، فقال طاوس وَ كَانَ فِيْهِمْ رِضًا : أنصتوا أخبركم ما سمعت مِنْ أبي الدرداء،قَالَ :قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَتَكَلُّفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها" نَقُوْلُ مَا قَالَ رَبُّنَا وَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه و سلم : الأمور بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس إِلَى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فَقَامُوا وَهُمْ رَاضُونَ بِقَوْلِ طَاوُوْس))" (4814) في سنن الدارقطني

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

"عن الضحاك بن مزاحم، قال:اجمعت أنا و طاوس اليماني و عمر و بن دينار المكي و مكحول الشامي والحسن البصري في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.))" (8938)) في المعجم الاوسط للطبراني.

তৃতীয় হাদিস শরীফ

(2 "عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (18035)) في المعجم الكبير للطبراني

চতুর্থ হাদিস শরীফ

(2) "عن طاوُسٍ قال: سمعت أبا الدرداء يَقُوْلُ : سَمِعْتُ ◌ رسول الله صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ :" اِنَّ اللّٰه فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَتُضِيْعُوْهَا ، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من اللهِ فاقبلوها " (4761) في المعجم الاوسط للطبراني

তুর্থ হাদিস শরীফ

(3) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،ألسُّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدَيٍ ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، ألسُّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (785) في المعجم الكبير للطبراني (الجزء الحادى عشر)

উপরোক্ত চারখানা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাই পর্যায়ক্রমে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (ألْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللّٰه) এর সংজ্ঞাঃ

"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (ألْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللّٰه) এর সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রারম্ভিক কথাঃ
মুসলিম মানুষ স্বাধীন নহে বরং সে পরাধীন । তাকে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন মেনে চলতে হয়, আইন-কানুন মেনে কথা বলতে হয়, আইন-কানুন মেনে সিদ্ধান্ত ও ফতওয়া দিতে হয় । সে লাগামহীনভাবে যখন যা মনে চায় তা বলতে পারে না ও করতে পারে না ।

তাই, এ পরাধীন মুসলিম মানুষটির জন্য এ পৃথিবীতে তাকে কোন কিছু গ্রহণ (পালন করতে) ও বর্জন করতে(কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নাম রয়েছে। ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নামের আওতার ভিতরে থেকেই তার মুসলিম জীবন পরিচালনা করতে হবে । অন্যথায় মুসলিম মানুষটি মুসলিম থাকতে পারবে না । বরং সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । তাই, সঠিকভাবে ইসলামি জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত ৪টি আইনগত নাম পূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে । ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নামের পরিভাষা হচ্ছে যথাক্রমে-
(১) প্রথম আইনগত নাম "ফরজ"
(২) দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম"
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম "ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"
(৪) চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"
(ألْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللّٰه) (পরিচিতি নাম " জায়িয ও মুবাহ") ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম বিশেষকরে নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় মুসলিম সমাজে ফাসাদ ও অশান্তির বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে । এ অশান্তি ও ফাসাদ থেকে বাঁচতে হলে মুসলিম মানুষকে বিশেষকরে মুসলিম উলামাকেরামগণকে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত এই ৪টি আইনগত নাম সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানতে হবে, অবহিত হতে হবে ও মানতে হবে । কারণ, কোন কিছু গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) কোন না কোন একটি أُصُوْلٌ বা মূলনীতি ব্যবহারের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করতে হয় । পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্যও পবিত্র কোরআনে أُصُوْلٌ বা মূলনীতি রয়েছে ।

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে বাস্তবায়নের জন্য أُصُوْلٌ বা মূলনীতি পবিত্র কোরআনে নেই । তাই, "পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত বিষয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়" দুটি গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) أُصُوْلٌ বা মূলনীতি থাকা খুবই প্রয়োজন । অন্যথায় মুসলিম মানুষ বিব্রত অবস্থায় পড়ে যাবে । মুসলিম মানুষ যাতে বিব্রত অবস্থায় না পড়ে সেই জন্যই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে উভয়টির জন্য পৃথক পৃথক দুটি أُصُوْلٌ বা মূলনীতি দিয়ে গেছেন । উক্ত أُصُوْلٌ বা মূলনীতি অনুসরন বা অবলম্বন করলে "পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত বিষয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়" দুটি গ্রহণ করতে (পালন করতে) ও বর্জন করতে (কোন কিছু থেকে বিরত থাকতে) মুসলিম মানুষ কোন সমস্যায় পড়বে না । উক্ত أُصُوْلٌ বা মূলনীতি সম্পর্কে প্রদত্ত হাদিস শরীফগুলো নিম্নে দেয়া হল । এ অধ্যায়ের হাদিস শরীফগুলোর মধ্যে চতুর্থ হাদিস শরীফখানা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই--

(3) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،أَلسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًي ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، أَلسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (785) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায় (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার : ফরজ বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । ফরজ বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে । এ ফরজগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে "هُدًي " হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ ফরজগুলো ত্যাগ করা হচ্ছে "ضَلاَلَةٌ " তথা পথভ্রষ্টতা। ফরজবিহীন বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহ কিতাব তথা কুরআনে নেই । ফরজবিহীন বিষয়গুলো ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই (মূলনীতি ছাড়াই)অবাধে গ্রহণ করা উত্তম আর ফরজবিহীন বিষয়গুলো ত্যাগ

করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই" ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, ১১ তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫ ।

উপরোল্লিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত أُصُوْلٌ বা মূলনীতি অনুসরন করতে হবে । আর ফরজবিহীন বিষয়গুলোকে অর্থ্যাৎ মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদ্যমান ঐচ্ছিক বিষয়গুলো তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত ,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সব নতুন বিষয় বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে কোন أُصُوْلٌ বা মূলনীতি না থকায় বিনা أُصُوْلٌ বা মূলনীতিতেই ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই অবাধে ঐচ্ছিকভাবে কেউ বাস্তবায়ন করবে , বাস্তবায়ন করলে কল্যাণ পাবে, কেউ মনে না চাইলে বাস্তবায়ন না করবে, বাস্তবায়ন না করলে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু অপরাধ বা পাপ হবে না । উপরোল্লিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে আরো প্রমাণিত হল যে, ফরজবিহীন বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত বিষয় ।

অতএব, উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী মুসলিম নামধারী সাধারণ মুসলিম ও মসলিম উলামাগণ হচ্ছেন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামা । এরা যে শুধু উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী তা নহে । বরং এরা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , اَلْإِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদেরও বিরোধী সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা ।কারণ, তারা মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়গুলো তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য দায়িত্ব বহির্ভূত সব নতুন বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা-ভাবনায় তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকেন ।

আমাদেরকে জানতে হবে যে, উপরে বর্ণিত প্রথম তিনটি আইনগত নামের (১.প্রথম আইনগত নাম "ফরজ" ২. দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম" ৩. তৃতীয় আইনগত নাম "ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"র) আওতাধীন বিষয়, ব্যাপার ,কাজ-কর্ম ও বস্তুগুলো হচ্ছে সুনির্দিষ্ট । আর

ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর আওতাধীন বিষয়, ব্যাপার ,কাজ-কর্ম ও বস্তুগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট ও সীমাহীন এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামত অবধি প্রকাশিত হতে থাকবে ।

এখানে আমি এখন ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত মোট ৪টি আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) নিয়ে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদিস শরীফের আলোকে আলোচনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করব ইনশাআল্লাহ তাআ’লা ।

“মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর সংজ্ঞাঃ মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, (”শরীয়ত সমর্থিত [1] (Footnote) আইন বহির্ভূত, [2] (Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়” তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দি অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْن " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে ”(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ’লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য [3] (Footnote) নিম্নে (Footnoot) ফুটনোটের উদাহরনগুলোতে

---

[১] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই “ শরীয়ত সমর্থিত বিষয় ” বলে ।

[২] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে “ আইন বহির্ভূত ” বিষয়ও বলে ।

[3] (Footnote) (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ’লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- ” এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল , আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ’লা ”ফরজ-হারাম” ঘোষণা না দিয়ে বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন---

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি ।

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪.আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৬. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৭. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু **আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ**

বর্ণিত বস্তু , কাজ ও ষিয়গুলোর মত বা অনূরূপ যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোকে “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়”বলে । ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) অন্তর্ভূক্ত যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে “ফরজ না হারাম” এরূপ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে হারাম বা নিষিদ্ধ। যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ”ফরজ না হারাম” এরূপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে । অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা যে সব বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা ত্যাগ করেছেন তাঁর উম্মতকেও ঐসব বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা ছেড়ে দিতে হবে । তবেই মুক্তি । যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে কঠোরভাবে বলেছেন—

প্রথম হাদিস শরীফঃ

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سأَ لَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه "

অর্থঃ “নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে । অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে”,মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯)।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (1823) في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي -

অর্থঃ-রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও ।কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে । আর আমি কোন বিষয়

করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা’বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা’বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা’বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) বলে। ইসলামি শরীয়তের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) এর পরিচিত নাম বা পরিভাষা হচ্ছে “ জায়িয ও মুবাহ” । অতএব, “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত সব নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয়গুলোর বর্জন বা গ্রহন সম্পর্কে “ফরজ না হারাম” এরূপ জানার জন্য যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী।

থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর । সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ ।

ওআরাছাতুল আম্বিয়ার গুণাবলী অর্জন করতে হলে আলিম-উলামাগণের উপর অবশ্যই উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করা ফরজ । এর ব্যত্যয় ঘটলে ওআরাছাতুল আম্বিয়ার পদবী বিবর্জিত হবে ও বিলুপ্ত ঘটবে ।

উপরে আমি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর শুধু সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছি। এখন আমি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে "আইনগত নাম এর সংখ্যাঃ

ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত আইনগত নামের সংখ্যা মোট ৪টি (চারটি)। যেমন যথাক্রমে-

(১) প্রথম আইনগত নাম "ফরজ"

(২) দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম"

(৩) তৃতীয় আইনগত নাম "ফরজ বিষয় ও হারাম বিষয়ের সীমা"

(৪) চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"।

মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলোর জাতিগত নাম অসংখ্য হওয়া সত্বেও ইসলামি শরীয়তে কিন্তু উক্ত বস্তু, কাজ, ব্যাপার এবং বিষয়গুলো গ্রহণের বা বর্জনের জন্য আইনগত নাম ও ব্যবহারিক অবস্থা সীমিত।

ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে "আইনগত নাম ও জাতিগত নাম" এর সংজ্ঞাঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলির অসংখ্য নাম আছে। এ নামগুলো হচ্ছে বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয়গুলোর "পরিচিতি তথা জাতিগত নাম" বলে। উক্ত অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ ,ব্যাপার ও বিষয়গুলোর মধ্য হতে মানুষের নাগালের ও সাধ্যের অন্তর্ভূক্ত ভোগ ও ব্যাবহার উপযোগী যে কোন কিছুকে গ্রহণের অথবা বর্জনের জন্য ইসলামি শরীয়ত যে নাম প্রয়োগ করে উহাকেই "আইনগত নাম" বলে ।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) "আইনগত নাম " এর উৎসঃ

" দারকুতনী " নামে হাদিস শরীফের একটি কিতাব বা গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফ ও মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফের দুটি হাদিস শরীফ এবং মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফের একটি হাদিস শরীফ হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) "আইনগত নাম" এর উৎস। হাদিস শরীফগুলো ব্যাখ্যাসহ পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ

"عن الضحاك بن مزاحم أَنَّهُ اِجْتَمَعَ هُوَ وَالْحسنُ بْنُ أَبِي الحسَنِ وَ مكحول الشامي و عمر و بن دينار المكي و طاوس اليماني فَاجْتَمَعُوا في مسجد الخيف، فارتفعت أَصْوَاتهُمْ و كثر لغطُهُمْ فِيْ الْقَدْرِ، فقال طاوس وَ كَانَ فِيْهِمْ رِضًا : أنصتوا أخبركم ما سمعت مِنْ أبي الدرداء،قَالَ :قَالَ رسول الله صلى الله

عليه و سلم : " اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَتَكَلَّفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها" نَقُوْلُ مَا قَالَ رَبُّنَا وَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه و سلم : الأمور بيد الله ، من عند الله مَصْدَرُهَا، و إليه مرجعها ليس إِلَى العباد فيها تفويض ولا مشيئة. فَقَامُوا وَهُمْ رَاضُونَ بِقَوْلِ طَاوُوْس))"(4814) في سنن الدارقطني

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি এবং হাসান বিন আবি হাসান, মকহুল শামী, আমর বিন দিনার মক্কী ও তাউস ইয়ামানী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলেন,অত:পর তাঁদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাঁদের মাঝে সন্তুষ্টি বিদ্যমান অবস্থায় তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর , আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বরেছেন : " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমাল্লা করো না, ভুলিয়া গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করতে দায়িত্ব নিওনা (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরুপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । আমরা বলছি আমাদের রব বা প্রভূ এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যা বলেছেন আমরা তা বলছি । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮১৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

"عن الضحاك بن مزاحم، قال:اجمعت أنا و طاوس اليماني و عمر و بن دينار المكي و مكحول الشامي والحسن البصري في مسجد الخيف، فتذاكرنا القدر حتي ارتفعت أصواتنا و كثر لغطنا ، طاوس، فقال : أنصتوا أخبركم ما سمعت أبا الدرداء يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكم فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ونهاكم عن اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ ها وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ من غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها، الأمور كلها بيد الله ، من عند الله مصدرها، و إليه مرجعها ليس للعباد فيها تفويض ولا مشيئة.) " (8938) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাইস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর,আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু করতৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বরেছেন : " নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমাল্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

"عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وعَفَلَ عَنْ اَشْيَاءِ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " (18035)) في المعجم الكبير للطبراني

(অর্থঃ-হযরত সা'লাবা থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না,কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোর অবমাননা করোনা, কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সে গুলোর অতিক্রম করো না এবং ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি (অল্লাহ তাআ'লা) অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করেছেন (ফরজ বা হারাম বলা থেকে রিত রয়েছেন) । তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার বিষয়সমূহকে কেন স্পষ্ট করে ফরজ বা হারাম বলেন নি) এরূপ ঘাটা-ঘাটি বা তর্ক বিতর্ক করো না", আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৩৫ ।

লক্ষ্যণীয় যে, এ অধ্যায়ে বর্ণিত চতুর্থ হাদিস শরীফ খানার অর্থ ও ব্যাখ্যা আরো পূর্বে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়ে গেছে ।

উপরে বর্ণিত প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদিস শরীফগুলোর শব্দাবলীর মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য থাকলেও অর্থ ও ভাব কিন্তু এক ও অভিন্ন ।এ তিনখানা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

তবে তৃতীয় হাদিস শরীফের বাক্যবলীর চেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফদ্বয়ে নিম্নের বাক্যাংশটুকু অতিরিক্ত আছে----------
-

" اَلْأَمْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِنْ عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ."
অর্থঃ-(মনে রেখ!) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮, সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮১৪।
প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিস শরীফদ্বয়ের উপরোল্লিখিত অতিরিক্ত বাক্যাংশটুকু থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায়-মতামত আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ঘটাচ্ছেন । এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই ।এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সুযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন ।

এই সহজলভ্য সুযোগটি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সুযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা । আর এতদসত্বেও যে ব্যাক্তি " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত রায়-মতামত ও ফতওয়া দিবে ও কথা বলবে সে মুসলিম থাকবে না । সে ব্যাক্তি হচ্ছে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা।
উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলো থেকে জানা গেল যে,পূর্বোল্লিখিত ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি আইনগত নামের মধ্যে তিনটি আইনগত নাম-"ফরজ, হারাম ও সীমা" হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বিষয়ের সমাধান দেয়ার জন্য অথবা আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি" । আর ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সব নতুন নতুন বিষয়ের সমাধান দেয়ার জন্য অথবা আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি " ।
ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর পৃষ্ঠপোষকমূলক একটি হাদিস শরীফ রয়েছে । হাদিস শরীফখানা নিম্নে বর্ণিত হল । ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ"

الإِسْلاَمِيَّة) তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্বলিত হাদিস শরীফখানা নিম্নে বর্ণিত পৃষ্ঠপোষকমূলক হাদিস শরীফখানার সাথে মিলিয়ে পড়লে, অধ্যয়ন করলে দেখবেন উভয় হাদিস শরীফের শব্দাবলীর মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও উভয় হাদিস শরীফের অর্থ ও ভাব এবং মর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন ।

(3) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،اَلسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًى ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، اَلسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (785) في المعجم الكبير للطبراني (الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়-মতামতরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " سُنَّة (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার : ফরজ বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । ফরজ বিষয়ে সুন্নাহর মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে । এ ফরজগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে "هُدًى " হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ ফরজগুলো ত্যাগ করা হচ্ছে "ضَلاَلَةٌ " তথা পথভ্রষ্টতা। ফরজবিহীন বিষয়ে সুন্নাহর মূলনীতি আল্লাহ কিতাব তথা কুরআনে নেই । ফরজবিহীন বিষয়গুলো>>((মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত[4] (Footnote) আইন বহির্ভূত, [5] (Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে ["أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ - " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮))<< (ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই (কোন মূলনীতি ছাড়াই) অবাধে গ্রহণ করা উত্তম আর ফরজবিহীন বিষয়গুলো ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই" । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, ১১ তম খন্ড, হাদিস শরীফ নং-৭৮৫ ।

চারটি উসুল বা মূলনীতিগুলোর পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

(*১) প্রথম আইনগত নাম "ফরজ" হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত আদেশসমূহকে

---

[4](Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে ।

[5](Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৯ এ দেখুন ।

আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি"। উপরোক্ত হাদিস শরীফের প্রথম অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ- " إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا "
(অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না")। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত "কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন" বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয় সৃষ্টি করেছেন । এর সবগুলোর ব্যবহার, গ্রহণ কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর ফরজ করেন নি। বরং তম্মধ্যে গুটিকতক বিষয় ব্যবহার, গ্রহণ, বাস্তবায়ন,পালন,কার্যকর ও সম্পাদন করা মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর ফরজ করেছেন। যেমন-নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা, যাকাত দেয়া, জ্ঞান অর্জন করা ও প্রয়োজন পরিমান জীবিকা অর্জন করা ইত্যাদি।

(**২) দ্বিতীয় আইনগত নাম "হারাম" হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নিষেধসমূহকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি" । উপরোক্ত হাদিস শরীফের দ্বিতীয় অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ-
---
"وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا " (অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় নিষেধ করেছেন তোমরা সেগুলো অবমাননা করো না")। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত "কতগুলো বিষয় নিষেধ করেছেন" বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা অসংখ্য ও অগণিত বস্তু,কাজ, ব্যাপার ও বিষয় সৃষ্টি করেছেন । এর সবগুলোর ব্যবহার, গ্রহণ কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর হারাম বা নিষেধ করেন নি। বরং তম্মধ্যে গুটিকতক বিষয় ব্যবহার, গ্রহণ মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দার উপর হারাম বা নিষেধ করেছেন। যেমন-সুদ খাওয়া , ঘুষ খাওয়া , চুরি করা , মদ্য পান করা ইত্যাদি।

(***৩) তৃতীয় আইনগত নাম "সীমা" হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত, নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ কার্যকর , ইবাদত কর্ম সম্পাদন , ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার জন্য এমনকি পার্থিব বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত, নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট শত নির্ধারনের জন্য, সংখ্যা, পরিমান নির্দিষ্ট করার জন্য এবং উক্ত কর্মসমূহের চিwহ্নত শেষ অবস্থাকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি"। উপরোক্ত হাদিস শরীফের তৃতীয় অংশে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ" وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا " ("নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সেগুলোর অতিক্রম করো না")। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত "কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন" বাক্যটি আছে। এর অর্থ হল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের উপর যে সব বিষয়, ব্যাপার, কাজ বা বস্তুর ব্যবহার বা পালন করা ফরজ করেছেন এবং যে সব বিষয়, ব্যাপার,কাজ বা বস্তুর ব্যবহার বা পালন করা,সম্পাদন করা হারাম করেছেন সেইসব ফরজ ও হারাম বিষয়, ব্যাপার,কাজ বা বস্তুগুলোর কতগুলোতে সীমাও নির্ধারন করেছেন। ফরজ ও হারাম বিষয়ের সীমার কতগুলো উদাহরন নিম্নে দেয়া হল।

ফরজ বিষয়ের জন্য সীমাসমূহঃ
(ক) যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের রাকআ'তের সংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারন করা

হয়েছে। ফজর নামাজে ২ রাকআ'ত, জোহর নামাজে ৪ রাকআ'ত, আসর নামাজে ৪ রাকআ'ত, মাগরিব নামাজে ৩ রাকআ'ত, ইশার নামাজে ৪ রাকআ'ত ফরজ করা হয়েছে। এ হচ্ছে ফরজ নামাজের রাকআ'তসমূহের সীমা।

(খ) যাকাত আদায় করা নিসাব বা সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। যেমন-মাল বা সম্পদের, স্বর্ণ,রূপা, গরু,বকরী,ভেড়া,উট,মহিষ,জমিতে উৎপন্ন শস্য, সেচ বা প্রাকৃতিক বস্তু ও ব্যবসায়ী মাল ইত্যাদি বিষয়ের যাকাত আদায়ের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ফরজ বিষয়সমূহের সীমা। এরকমভাবে অন্যান্য ফরজ বিষয়সমূহের সীমা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে নির্ধারিত আছে।

হারাম বিষয়ের জন্য সীমাসমূহঃ

(ক) যেমনভাবে ফরজ বিষয়সমূহের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে ঠিক তেমনভাবে হারাম বিষয়সমূহের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। যেমন- যিনা বা ভ্যাবিচার করার শাস্তির বিধান, চুরি করার শাস্তির বিধান ও মদ্য পান করার শাস্তির বিধানে সীমা নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু সকল হারাম বিষয় সম্পাদনে শাস্তির সীমা বর্ণনা করা হয়নি। যেমন- অহংকার করা, হিংসা করা, লোভ করা ও শত্রুতা করা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে দুনিয়াতে শাস্তির বিধানের সীমা আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারন করেন নি। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার অপার অনুগ্রহ ও দয়া।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের এ তিনটি আইনগত নাম ("ফরজ, হারাম ও সীমা") এর অবস্থানঃ

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফের তিনটি অংশে বর্ণিত "ফরজ, হারাম ও সীমগুলো" হচ্ছে শরীয়ত, এ গুলো হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের আইন। এ গুলো হচ্ছে শরীযতের আইনের অন্তর্ভূক্ত আবশ্যিক বিষয়। এ বিষয়গুলোই মানা, পালন করা আবশ্যক বা ফরজ ও জরুরী। মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক ঘোষিত এ ফরজ, হারাম ও সীমাগুলোর সংখ্যা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীপে বর্ণিত ও উল্লেখ আছে।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর ব্যাখ্যাঃ

(****৪) ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ,"শরীয়ত সমর্থিত [6](Footnote) আইন বহির্ভূত, [7](Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়"তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক

---

[6] **(Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে ।**

[7] **(Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।**

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ অত্র পৃষ্ঠা নং-২৫৯এ নিম্নে Footnote ৫০ এ দেখুন ।

শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য [৪] (Footnote) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে [৯] আইনগত নামে নাম করনের জন্য অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম "মুবাহ ও জায়িয" নামে নাম করনের এবং "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" হিসেবে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি" ।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর মহাত্ম্য ও মর্যাদাঃ

পূর্বে বর্ণিত হাদিস শরীফের চতুর্থ অংশটিতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ/ وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ/ وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا" (অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি অনেক বিষয়ে (ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা ফরজ-হারাম বলা উপেক্ষা করেছেন) নীরব বা চুপ রয়েছেন। তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না ")।
হাদিস শরীফের অত্র অংশে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো ফরজ,

---

[৪] **(Footnote) যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ-" এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না", ছুরা নহল, আয়াত নং-৮ ।**

50 [ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি
[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে ইত্যাদি এ রকম আরো মানব কল্যাণকর অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করাকে আইনগত নামে নাম করনের জন্য অথবা ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ' লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম "মুবাহ ও জায়িয" নামে নাম করনের এবং "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" হিসেবে নাম করনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ "উসুল বা মূলনীতি" ।

হারাম ও সীমা পবিত্র কুরআন আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পবিত্র হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ অনেক বিষয়েই ফরজ বা হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন ও চুপ বা নীরব রয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কে ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা না দেয়া বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার "মহা অনুগ্রহ"। যদি মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কেও ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দিতেন তা হলে তাঁর এই ঘোষণা তাঁর দূর্বল বান্দাদের উপর খুবই কঠিন হয়ে যেত। তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ জাতির প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার অসীম দয়া থাকায় তিনি তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়কে ফরজ বা হারাম বলে ঘোষণা দেন নি। বরং চুপ বা নীরব থেকে তাঁর চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ের উপর আমল করতে তাঁর বান্দাদেরকে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর দয়া ও ক্ষমার কথা উল্লেখ করে উক্ত বিষয়গুলোর উপর আমল করতে উৎসাহিতও করেছেন এবং এগুলোর বিষয়ে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করেছেন । যেমন- আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অন্য এক হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে বলেছেন- / رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها فلا تكلفوها " / وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تكلفوها رَحْمَةً من اللهِ فاقبلوها " (4761) في المعجم الاوسط للطبراني "وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْو فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ ' فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئاً (অর্থঃ-"এবং তিনি [আল্লাহ তাআ'লা] যে বিষয়ে চুপ বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা। তোমরা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ (তাআ'লা) এমন নহেন যে, তিনি কোন কিছু ভুলে যাবেন (মহান আল্লাহ তাআ'লা ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রয়েছেন/ এগুলোকে আইনে পরিণত করো না । অতএব, তোমরা এগুলো গ্রহন করো"। ইবনে কাছির), আল-মু'জামুল কাবির, আল-মু'জামুল আওসাত(৪৭৬১) ও সুনানুদ দারকুতনী।

ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর উপর আমল জায়িয হওয়ার প্রক্রিয়া ও সূত্রঃ

উপরোল্লিখিত ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" এর মহাত্ব ও মর্যাদা প্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয় থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, " চুপ বা নীরব থাকা বিষয়টি" মুমিন-মুসলিমগণের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষমা বা উদারতার বিষয়। কোন বিষয়ে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) উক্ত বিষয়ের আমলের উপর তাঁর সম্মতি জ্ঞাপনই বুঝায় এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক "মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করতে বলা" উক্ত বিষয়ের আমলের উপর উৎসাহ প্রদান বুঝায়।

কোন বিষয়ের আমলের উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার সম্মতি জ্ঞাপন ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহ প্রদান উক্ত বিষয়টিকে জায়িয প্রমান করে। অতএব, ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত

নাম “মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ) এর উপর আমল করা জায়িয। মহান আল্লাহ তাআ’লার সম্মতি জ্ঞাপনের প্রতি এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উৎসাহ প্রদানের প্রতি মুমিন-মুসলিমগণের সাড়া দেয়া দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য মহা কল্যাণ লাভেরই নিদর্শন।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, স্মর্তব্য ও লক্ষণীয় যে, " بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমানের অস্তিত্বশীল ,প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ’লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর অপর নামই হচ্ছে “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ) ।

পূর্বে বর্ণিত ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের চারটি (০৪টি) আইনগত নাম বা পরিভাষার অন্তর্গত চতুর্থ আইনগত নাম বা পরিভাষা “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো অসংখ্য বিধায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ঐগুলোর উল্লেখ বা বর্ণনা নাই। তন্মধ্যে বাস্তব উদাহরনের কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল।

[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি

[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি

[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি, ৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।

[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা’বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা’বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা’বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللهُ)এর অন্তর্ভূক্ত বিষয় ।